হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

ব্রয়লার মুরগী পালন সিআইজি

উপদেষ্টা
ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়
ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

ব্রয়লার মুরগী পালনের গুরুত্ব ঃ

ব্রয়লার মুরগী পালনে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব হয়। একজন খামারী নিজস্ব শ্রম দিয়ে প্রতি বছর কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ব্রয়লার (প্রতি ব্যাচে ৫০০টি ব্রয়লার বাচ্চা মুরগী) পালন করতে পারেন, যা দ্বারা ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যয় অনায়াসে মিটানো সম্ভব এবং পারিবারিক পুষ্টির অভাব পূরণের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে এ জন্য মানসম্মত হ্যাচারী থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। দুর্বল বাচ্চা ক্রয় করে লাভবান হওয়া কঠিন কেননা মৃত্যুর হার বেশী হয়। বাচ্চা ক্রয় করার সময় খেয়াল রাখতে হবে - বাচ্চার শরীরের নিচে নাভি যেন ভিজা না থাকে। বাচ্চা সতেজ ও ঝর ঝরা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্রয়লার মুরগী উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্নত টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার ঃ

- খামারের জায়গা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ,
- বাসস্থান/সেড ব্যবস্থাপনা,
- এক দিনের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয় ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা,
- লিটার ব্যবস্থাপনা,
- আলো ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা,
- সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা,
- ব্রয়লারের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার,
- টিকাদান কর্মসূচী,
- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে জীবনিরাপত্তা।

বাসস্থান/সেড নির্বাচন ঃ

- মুরগীর ঘর বাসস্থান থেকে একটু দূরে কোলাহল মুক্ত পরিবেশ ও উঁচু ভিটায় করতে হবে।
- ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ব্রয়লারের ঘর ভালভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- ৫০০ ব্রয়লারের জন্য (৪২+৫) x ১২=৫৬৪ বর্গফুট জায়গা যথেষ্ট। এই জায়গার মধ্যে ৪২ x ১২=৫০৪ বর্গফুট জায়গা ব্রয়লারের জন্য এবং ৫ x ১২=৬০ বর্গফুট সার্ভিস কক্ষ হবে।
- ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হবে, দুপুরের পরে যাতে সূর্যের তাপে সেড বেশী গরম না হতে সে জন্য ঘরের পশ্চিম প্রান্তে সার্ভিস কক্ষ থাকবে। এখানে মুরগীর খাদ্য, জীবানুনাশক সহ অন্যান্য সরঞ্জাম থাকবে।
- ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। টিন ব্যবহার করলে টিনের নীচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে।
- মুরগীর খামার পরিচালনায় পরিবারের দুই জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখতে হবে, যাতে একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন খামারের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না, এজন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলা হয়। ব্রুডিং দুই প্রকার -

- প্রাকৃতিক ব্রুডিং - মুরগির সাহায্যে ব্রুডিং করা হয়।
- কৃত্রিম ব্রুডিং - বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করা হয়।

ব্রুডার ঘরে ব্যবহৃত মূল সরঞ্জাম হচ্ছে -

১. ব্রুডার ঃ ব্রুডারের ৩টি অংশ - ক) হোভার, খ) ব্রুডার হিটার, গ) ব্রুডার গার্ড
২. পানির পাত্র
৩. খাবার পাত্র

কৃত্রিম ব্রুডিং করার নিয়ম ঃ

- ব্রুডারের নিচে পর্যপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া প্রয়োজন।
- শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল,আর,আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।
- চিক গার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানোর জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাহিরে না যেতে পারে। চিক গার্ডের ভিতরে পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে ব্রুডার গার্ড সরিয়ে বাচ্চার হাঁটা চলার স্থান প্রশস্ত করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে ২ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৩ সপ্তাহ বয়সের পর ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না।
- প্রতিসপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৫ ফাঃ কমাতে হয় যতক্ষণ না ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার (৭৫ফাঃ) থাকে।
- মুরগীর বাচ্চাকে অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য ০-৩দিন পর্যন্ত মুরগীর ঘরে ২৪ঘন্টা আলো থাকা প্রয়োজন। পরবর্তীতে ৪-৭দিন পর্যন্ত দিনরাত মিলে ২৩ঘন্টা আলো থাকা প্রয়োজন।

ব্রুডারে বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা ঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চার জন্য অনুকুল তাপমাত্রা বাচ্চার আচণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-
  - ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে থাকবে ও ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হবে।
  - ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর
  - জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচাপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে।
  - বাচ্চার অনুকূলে তাপ থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।
  - বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হবে বাচ্চা অসুস্থ।
  - হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু করে তাপ কম-বেশী করতে হবে।
  - ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে ব্রুডারে বাচ্চার আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। এ জন্য ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।
- হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া, ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। তাই বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ

- লিটার হচ্ছে মুরগীর বিছানা। শীত থেকে রক্ষার জন্য শীতে লিটার পুরু করতে হবে। লিটার ধানের তুষ/কাঠের গুড়া বা তুষ ও কাঠের গুড়া উভয়ের মিশ্রণ দিয়ে করা যেতে পারে।
- লিটারে কম আদ্রতা বা বেশী আদ্রতা উভয়ই ক্ষতিকর। মুরগীর মলে ৬০-৭০% পানি থাকে, তাই লিটারে যাতে আদ্রতা বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সেডে বাতাস চলা চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,
- সময় সময়ে লিটারকে উল্টে-পাল্টে দিতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাচ্চা খামারে পৌঁছানোর পরপরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন (WS) এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি খাওয়াতে হবে (প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ, ০.৫ গ্রাম ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি)।
- এইভাবে অন্তত ৬ ঘন্টা পানি খাওয়ানোর পর ব্রয়লার মুরগীকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগীর খাদ্য দুই প্রকার - ষ্টার্টার (১-২৮দিন বয়স পর্যন্ত মুরগীর খাদ্য) এবং ফিনিসার (৬-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগীর খাদ্য)।
- বর্তমানে ১ কেজি ব্রয়লার উৎপাদনে ৩০-৩৫ দিন সময় লাগে এবং ১.৯ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয়,
- দেশে বর্তমানে উন্নত মানের প্রস্তুতকৃত সব বয়সের মুরগীর খাদ্য সর্বত্র পাওয়া যায়। খামারে খাদ্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন উপাদান সবসময়ে সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় এখন বাণিজ্যিক মুরগী পালনে খামারীগন বাজারে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত মুরগীর খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন।
- ব্রয়লারের খাদ্যে ২১-২৩% আমিষ থাকা প্রয়োজন। ব্রয়লারের ওজন বৃদ্ধি সমানুপাতিক না হলে বুঝতে হবে খাদ্যে আমিষের হার কম, তখন খাদ্যে আমিষ বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগীকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন।
- ব্রয়লার বিক্রির শেষ ৫ দিন ঔষধ খাওয়ানো বদ্ধ রাখতে হবে, তা না হলে উক্ত ঔষধ এর প্রভাব মুরগীর মাংশে থেকে যেতে পারে।
- খামারের মোট খরচের ৬৫-৭৫% খরচ হয় খাদ্যের জন্য। তাই ব্রয়লার মুরগির খাদ্য রূপান্তরের অনুপাত (FCR) জানতে হবে ।

  ব্রয়লার মুরগির FCR বের করার ফরমুলা হচ্ছে -

$$\frac{\text{মোট গ্রহণকৃত খাদ্য (কেজি)}}{\text{ব্রয়লারের জীবন্ত ওজন (কেজি)}} = \text{FCR (সাধারণত ১.৬ কেজি খাদ্য খেয়ে ১ কেজি জীবন্ত ওজন হলে লাভজনক হবে।)}$$

ব্রয়লার মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রয়লার মুরগির আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনুসারে পানি পান করার পরিমান যাচাই করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর ব্রয়লার মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
- ব্রয়লার এর মৃত্যু হলে কারন অনুসন্ধান করতে হবে এবং দ্রুত মৃত মুরগির শতকারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগিকে নিয়মিত টীকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগীর রানীক্ষেত, রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস ও গাম্বোরো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ব্যাপারে সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে।